Question .2.অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দাও। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ গুলি কি কি?

উওর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে অধ্যাপক Meier এবং Baldwin অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকখানি সন্তোষজনক। সংজ্ঞাটি বেশ সহজ ও সরল। অধ্যাপক Meier এবং Baldwin-এর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় (Economic development is a process through which the per capita real national income of a country increases over a long period of time)। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ:

স্বল্পোন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার সময় যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, সেগুলোকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা। এগুলোর জন্যই অনুন্নত দেশগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না।

1. জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধারণত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমরা জানি, মাথাপিছু প্রকৃত আয় = প্রকৃত জাতীয় আয় ÷ মোট জনসংখ্যা। এখন, যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে মাথাপিছু আয় কমে যাবে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটা সম্ভব হবে না।

2. **মূলধনের স্বল্পতা**:

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা হল মূলধনের অভাব। নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে মূলধনের যোগান কম, আবার মূলধনের চাহিদাও কম। মূলধনের চাহিদা ও যোগান উভয় দিক হতেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। এই দুষ্টচক্রের প্রধান কারণ হ'ল মূলধনের স্বল্পতা। এর ফলেই একটি দরিদ্র দেশ দরিদ্রই রয়ে যায়।

3. **বাজারের অসম্পূর্ণতা**:

অনুন্নত দেশে বাজারের নানা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এ সমস্ত দেশে উৎপাদনের উপাদানগুলো সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। বিভিন্ন সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে শ্রমিকেরা দেশের এক অংশ হতে অন্য অংশে বা এক পেশা হতে অন্য পেশায় যেতে চায় না। মূলধনও সম্পূর্ণরূপে গতিশীল নয়। এর ফলে সম্পদের কাম্য ও পূর্ণ ব্যবহার ঘটে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়।

4. **আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ** :

বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মূলধন গমনাগমনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো কাজ করে। এই শক্তিগুলো যেমন একদিকে উন্নত দেশগুলোকে আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে তেমনি অনুন্নত দেশগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়েছে।

5. **উপযুক্ত পরিবেশের অভাব**:

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অনুন্নত দেশে প্রায়শই তা থাকে না। তাছাড়া, শিল্পবিপ্লব সার্থক হওয়ার জন্য কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ

প্রয়োজন তা অনুন্নত দেশে নেই। ফলে এই দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

6. কৃৎকৌশলগত বাধা :

পাশ্চাত্যের কৃৎকৌশল অনুন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য নয়। উন্নত দেশগুলোর কৃৎকৌশল শ্রমসঞ্চয়ী ও মূলধন ব্যবহারকারী। কিন্তু অনুন্নত দেশে অদক্ষ শ্রম উদ্বৃত্ত, অথচ সেখানে মূলধনের অভাব। আবার, এখানে দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব। এরূপ দেশের পক্ষে উপযুক্ত কৃৎকৌশল এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে তারা উন্নত দেশগুলো থেকে অত্যাধুনিক কৃৎকৌশল আমদানি করে। ফলে একদিকে মূলধন ও দক্ষ শ্রমিকের প্রচণ্ড চাহিদার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে বহু সংখ্যক অদক্ষ শ্রমিক বেকার থেকে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য ধরনের কৃৎকৌশল গ্রহণ করার অসুবিধা হ'ল অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটা বড় বাধা।

7. পশ্চাদগামী প্রভাব :

Myrdal-এর মতে, অনুন্নত দেশে সাধারণত একটি দ্বৈত অর্থব্যবস্থা বিরাজ করে। এখানে একটি ক্ষুদ্র অংশ খুবই উন্নত এবং বাকি বৃহৎ অংশ অনুন্নত। এই দুই অংশ পাশাপাশি বিরাজ করে কিন্তু উন্নত অংশ দেশের অনুন্নত অংশকে টেনে উপরে তুলতে পারে না। বরং উন্নত অংশটি অনুন্নত অংশের সম্পদ টেনে নিয়ে নিজে আরো উন্নত হয় এবং অনুন্নত অংশটি ক্রমাগত অনুন্নত হতে থাকে। একেই Myrdal অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাদ্‌দামী প্রভাব (Backwash effect) বলেছেন। এই প্রভাব অনুন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে বলে Myrdal মনে করেন।

৪. কৃষি সম্পর্কিত বাধা:

অধিকাংশ অনুন্নত দেশে কৃষিই প্রধান কার্য হলেও কৃষিক্ষেত্র তেমন উন্নত নয়। এখানে কৃষি উৎপাদন পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ফলে কৃষি উৎপাদন স্থিতিশীল নয়। ফলে কৃষিতে বিনিয়োগ ঘটে না। এজন্য সমগ্র অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া, কৃষকেরা নিরক্ষর, রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী। উন্নত বীজ, সার, কৃষিপদ্ধতি তারা গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। ফলে কৃষিতে বিশেষায়ণ ঘটে না, শ্রমের চলনশীলতা ব্যাহত হয়।

8. মানব সম্পদের বাধা :

অনুন্নত দেশের মানব সম্পদও অনুন্নত। এ সমস্ত দেশে জনসংখ্যা খুব বেশি, কিন্তু পাশাপাশি দক্ষ শ্রমিকের অভাব। শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষার মানও উন্নত নয়। ফলে শ্রমের চলনশীলতা খুবই কম। বৃত্তিগত বিশেষায়ণও বড় একটা ঘটে না। এসবের ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তথা সমগ্র দেশের প্রসারের হার খুবই কম হয়।

9. অন্যান্য বাধা:

অর্থনৈতিক অন্যান্য বাধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল: (i) ঝুঁকি ও উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ও উপযুক্ত মানের ব্যক্তির অভাব, (ii) দক্ষ পরিচালকের অভাব, (iii) কারিগরি জ্ঞান প্রদানকারী সংস্থার অভাব, (iv) উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, (v) উন্নত ব্যাঙ্ক ও ঋণ ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

রাজনৈতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (i) স্থিতিশীল সরকারের অভাব, (ii) জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাব, (iii) জনগণের অধিকার ও কর্তব্য

সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাব, (iv) অনুকূল আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: (i) শিক্ষার অভাব, (ii) জাতিভেদ প্রথা, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি কুসংস্কারের উপস্থিতি, (iii) আত্মতৃপ্তির মনোভাব ও ভাগ্যে বিশ্বাস, (iv) কর্মবিমুখতা, (v) ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় প্রভৃতি।